নবচন্দ্রোদয় উদযাপন ঃমসজিদে নিয়ে রাস্তে মহে মৃগ ও রাস্তিসমূহ ঃবৃহস্পতি কর্মদিবস ও রাস্তিকরণ

(মঙ্গলবার) ৪ ঠ ফাল্গুন ১৪৩১ ঃ বৃহস্পতি কর্মদিবস ও রাস্তিকরণ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মহাসড়ক পরিষ্কার করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন নগর কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান। অভিযানে অংশ নেন ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক। তারা ঝাড়ু, ময়লা ফেলার ট্রলি ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে সড়ক ও ফুটপাত পরিষ্কার করেন। অভিযান শেষে ৩২ ট্রলি ময়লা অপসারণ করা হয়। নগর কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “বৃহস্পতি কর্মদিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি নাগরিক দায়িত্ব। আমরা চাই মানুষ যেন বুঝতে পারে রাস্তা ও মসজিদ পরিষ্কার রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি জানান, অভিযান চলাকালে কোনো অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযানের প্রশংসা করেন। মসজিদ কমিটির সদস্য আবদুল মতিন বলেন, “আমরা চাই এই উদ্যোগ প্রতি মাসে একবার হোক।” নগর কমিটি জানায়, আগামী ৫ মার্চ তারা বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করবে।

ইসকাবাড়ে ঃমসজিদ–নদী–সড়ক ঘিরে ৯টি ঢাকের চর

ঢাকাপ্রতিনিধি ঃ নবচন্দ্রোদয় উপলক্ষে ইসকাবাড়ে মসজিদ, নদী ও সড়ক ঘিরে ৯টি ঢাকের চর বসানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা থেকে শহরের প্রধান সড়কগুলোতে ঢাকের বাদ্য বাজতে শুরু করে। স্থানীয় প্রবীণরা জানান, এই ঢাকের চর ১৯৫২ সাল থেকে চলে আসছে। ইসকাবাড়ে ৩২ বছর পর এবার ৯টি চর বসানো হয়। ঢাকের বাদ্য শুনতে হাজার হাজার মানুষ মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হন। মসজিদ কমিটির সভাপতি আবদুল মতিন বলেন, “ঢাকের বাদ্য শুধু উৎসব নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্য। নতুন প্রজন্ম যেন এই শব্দ চিনতে পারে, সেজন্যই আমরা এবার ৯টি চর বসিয়েছি।” নদীর ঘাটে ৩টি চর বসানো হয়, যেখানে নৌকা থেকে ঢাকের বাদ্য শোনা যায়। সড়কের মোড়ে ৪টি চর বসানো হয়, যেখানে পথচারীরা থেমে ঢাকের বাদ্য শুনছেন। মসজিদ প্রাঙ্গণে ২টি চর বসানো হয়, যেখানে নামাজ শেষে মুসল্লিরা ঢাকের বাদ্য শুনছেন। স্থানীয় প্রবীণ ব্যবসায়ী হাজী নূরুল আমিন বলেন, “আমার বাবা এই ঢাকের বাদ্য বাজাতেন। আজ আমার ছেলে বাজাচ্ছে। এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়।” ইসকাবাড়ে বসবাসরত ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধা ফাতেমা বেগম বলেন, “ঢাকের বাদ্য শুনলে মনে হয় ঈদের আগে ঈদ এসে গেছে।” মসজিদ কমিটি জানায়, আগামী ১৫ মার্চ থেকে প্রতি শুক্রবার বিকেল ৪টা থেকে ঢাকের বাদ্য বাজানো হবে। স্থানীয় প্রশাসন জানায়, ঢাকের বাদ্য চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকের বাদ্য চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।

ঢাকের বাদ্যে নবচন্দ্রোদয় উদযাপন

(মঙ্গলবার) ৪ ঠ ফাল্গুন ১৪৩১ ঃ বৃহস্পতি কর্মদিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা থেকে ইসকাবাড়ে ৯টি ঢাকের চর বসানো হয়। ঢাকের বাদ্য শুনতে হাজার হাজার মানুষ মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হন। স্থানীয় প্রবীণরা জানান, এই ঢাকের চর ১৯৫২ সাল থেকে চলে আসছে। ইসকাবাড়ে ৩২ বছর পর এবার ৯টি চর বসানো হয়। ঢাকের বাদ্য চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকের বাদ্য চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।

নবচন্দ্রোদয় উদযাপনে মসজিদে ঢাকের বাদ্য বাজে ৯টি চর